১০
(প্রমদাবাবুকে লিখিত)

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা
৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,

কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনাকে পত্র লিখিতে -- গঙ্গাধরকে অনুরোধ করিতে যে আপনি লিখিয়াছেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিনা, কারণ তাঁহারা ২।৩ দিবস কোথাও রহিতেছেন না, অতএব আমাদের কোনও পত্রাদি পাইতেছেন না। আমার পূর্ব অবস্থার কোন আত্মীয় সিমুলতলায় (বৈদ্যনাথের নিকট) একটি বাংলো (bungalow) ক্রয় করিয়াছেন। ঐ স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বিধায় আমি সেস্থানে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু গ্রীষ্মের অতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায় পলাইয়া আসিলাম।

ঁকাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শণ করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব -- এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী, তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়, আর মহাশয়ের সহিত এক দিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয় -- 'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি'।[১]

ভূয়োদর্শণ এবং সাধনের ফলস্বরূপ যে উপদেশ, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহীলাম। নানা প্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যর্থাথ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।

কিন্তু এবার অন্যপ্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে -- শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকট থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পরিতেছে, আর একটি ছোট।

ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা -- দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া

[১] পূর্বজন্মের প্রীতির স্মৃতিই পরজন্মে সহজ আকর্ষণরূপে দেখা দেয়। -- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ , ৫ কালিদাস।

দিয়াছিল; হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন -- যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্য অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া, তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মতো বিদায় হইতে পারি, আপনি আর্শীবাদ করুন। -- 'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c.'[১]

আর্শীবাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকলপ্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায় -- For 'we have taken up the cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death, Amen.'[২] – Imitation of Christ.

আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। আমার ঠিকানা -- বলরাম বসুর বাটী, ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

দাস

নরেন্দ্র

[১] গীতা, ২।৭০

[২] -- কারণ আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি; হে পিতঃ, তুমি উহা আমাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও -- যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি। ওঁ শান্তি! -- ঈশা-অনুশরণ